FINAL PROJECT WORK OF THE UNIVERSITY

July, 26

2021

RANIGANJ GIRLS' COLLEGE

UNDER

KAZI NAZRUL UNIVERSITY, ASANSOL

SUBMITTED BY

- NAME :- SOUMI CHATTERJEE
- DEPARTMENT :- B.A 3rd Year {Political Science (H)}
- COLLEGE ROLL NO. 29
- REGISTRATION NO. KNUREG18113000135
- ADMIT CARD ROLL NO. 1131806121034019
- SESSION :- 2018 - 2019
- YEAR :- 2020-2021

Soumi Chatterjee

Signature Of Student

Signature Of Teacher

KAZI NAZRUL UNIVERSITY

ASANSOL

ADMIT

BA Honours SEMESTER VI EXAMINATION 2021

Name : SOUMI CHATTERJEE
Son/Daughter of : LATE SAMIR CHATTERJEE
Sex : Female Roll No : 1131806121034019 Session :2018-19
Registration No :KNUREG18113000135
College Name : 113 Raniganj Girls' College

Courses Taken

Course Type	Course Code	Course Name
CC-13	BAHPLSC601	Local Government in West Bengal
CC-14	BAHPLSC602	Project
DSE-3	BAHPLSDSE604	Politics in West Bengal
DSE-4	BAHPLSDSE605	Environmental Politics

Controller of Examinations

কৃতজ্ঞতা স্বীকার (ACKNOWLEDGEMENT)

আমার দ্বারা লিখিত এই প্রকল্প পুস্তকটি যাঁর একান্ত অনুপ্রেরণা ও সাহায্য ছাড়া একেবারেই অসম্ভব ছিল তিনি হলেন আমার মহাবিদ্যালয়ের কৃষিবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান 'শ্রী সুবোধ প্রসাদ রজক'। এর জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়াও মহাবিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষক - শিক্ষিকা রয়েছেন তাঁরাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই আমার সহপাঠীদের তারাও বিভিন্নভাবে এ কাজে আমাকে সাহায্য করেছে।

তাই আমি আমার সম্মানীয় স্যার - ম্যামদের কে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই।

সৌমি চ্যাটার্জী

ছাত্রীর স্বাক্ষর

শিক্ষকের স্বাক্ষর

ঃ প্রকল্পের নাম ঃ

পরিবেশবাদ সম্পর্কে চিপকো আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব

MAP OF UTTARAKHAND STATES

ঃ সূচীপত্র ঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা
(i) আরম্ভণ →	1-3
(ii) ভূমিকা →	4-10
(iii) পরিবেশবাদ কি? →	11-12
(iv) সংক্ষেপে চিপকো আন্দোলন ও আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ →	13
(v) চিপকো আন্দোলনের সার্বিক বর্ণনা →	14-24
(vi) নারীদের অবদান →	25
(vii) চিপকো আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য →	26-27
(viii) চিপকো আন্দোলনের গুরুত্ব →	28-30
(ix) প্রাসঙ্গিকতা →	31
(x) ফলাফল →	32
(xi) উপসংহার →	33
(xii) পরামর্শ বা Suggestion →	34-35
(xiii) MEthodology →	36
(xiv) গ্রন্থপঞ্জী →	37
(xv) Certificate →	38

ঃ সারাংশ ঃ

'পরিবেশবাদ' ধারণাটির কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, একদিকে এটি মানবকেন্দ্রিক সংকীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়, সেখানে প্রকৃতিকে 'কাঁচামালের যোগান-দাতা' হিসেবে দেখা হয়; অন্যদিকে পরিবেশ সংরক্ষণকারীদের বোঝাতে পরিবেশবাদ শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। তবে সাধারণ অর্থে পরিবেশবাদ বলতে আমরা মূলত পৃথিবীবাসীর মধ্যে পরিবেশের ভঙ্গুরতা সম্পর্কে সচেতনতা ও তা থেকে মুক্তি পাওয়ার অঙ্গীকারকে বোঝায়। সুতরাং, পরিবেশবাদ বলতে শুধুমাত্র পরিবেশ নিয়ে আবেগধর্মী, নান্দনিক কিংবা নৈতিক প্রতিক্রিয়া বা সচেতনতাকে বোঝায় না। এর বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক সচেতনতাও। এছাড়া পরিবেশবাদ সংক্রান্ত আলোচনায় পরিবেশ আন্দোলনের বিষয়টিও অবশ্যম্ভাবীভাবে এসে পড়ে। এটি কোনো এক বা একাধিক যুযুধান পক্ষের মধ্যে সংগঠিত আন্দোলন নয়, বরং যা নিরন্তর পরিবেশ নিধনের বিরুদ্ধে যৌথভাবে সংগঠিত হওয়া একটি প্রতিবাদ। এই আন্দোলনের কোনো মতাদর্শ বা কোনো ভৌগোলিক পরিসরও নেই। গোটা পৃথিবী জুড়েই নানা সময়ে সংগঠিত হয়েছে এই আন্দোলন। আঞ্চলিক ও প্রকৃতিগত তারতম্য থাকলেও এই আন্দোলনের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা যায় - যেমন, এই ধরণের আন্দোলনে সমাজের প্রায় সকল শ্রেণী কিংবা শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ শ্রেণী অংশগ্রহণ করতে পারে, এই

আন্দোলনে নান্দনিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলির পাশাপাশি দরিদ্র ও অবহেলিত শ্রেণীর অর্থ-সামাজিক বিষয়গুলি যুক্ত থাকে, এই আন্দোলনগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ-রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা সংগঠনের দ্বারা পরিচালিত হয়।

অধুনা চিপকো আন্দোলনের অর্থ পরিবেশ রক্ষা ও নিরাপদ করা। আসলে কিন্তু এই আন্দোলনের অর্থ ছিল বৃক্ষ রক্ষা ও সৃজন। হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের অধিবাসীরা গাছকে রক্ষা করার আন্দোলন হিসাবে চিপকো আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। সরকারের বনবিভাগ গাছ কাটার জন্য ঠিকাদারদের নিযুক্ত করে। ঠিকাদারদের থেকে হিমালয়ের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বৃক্ষ সম্পদ রক্ষার কোন উপায় স্থানীয় মানুষের সামনে খোলা ছিল না। এরকম অবস্থায় অলকানন্দা নদীর অববাহিকা অঞ্চলের গ্রামবাসীরা দু'হাতে গাছকে জড়িয়ে ধরে ঠিকাদারের কুঠারের কোপ প্রতিহত করে এবং এইভাবে গাছকে রক্ষা করে। হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের অধিবাসীদের এই উদ্যোগ ও আন্দোলন 'চিপকো আন্দোলন' হিসাবে পরিচিত। 'চিপকো' কথার অর্থ জড়িয়ে ধরা। 'চিপকনা' হল একটি হিন্দি শব্দ। এর অর্থ এঁটে থাকা বা লেগে থাকা। 'চিপক্ যাও' বা 'চিপকো' শব্দটির অর্থ নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করা বা জড়িয়ে ধরা।

হিমালয় হল ভারতের জলসম্পদ ও অরণ্য সম্পদের মূল উৎস। হিমালয়ের বনভূমি ব্যাপকভাবে ধ্বংস করা হয়েছে বিগত অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরে। বনাঞ্চলের ধ্বংসের পরিণামে এতদঞ্চলে খরা-বন্যা, ভূমিক্ষয়-ধস প্রভৃতি বিশেষভাবে বেড়ে গেছে। হিমালয় পাহাড়ের অনেক

অঞ্চল ও উপত্যকা বর্তমানে বহুলাংশে বন্ধ্যা। হিমালয়ের বিভিন্ন নদীর অববাহিকা ব্যাপী অসংখ্য গাছ কাটা হয়েছে। তার ফলে বর্ষায় ভূমিক্ষয় ও ধস বেড়েছে। ভূমিক্ষয়ের পরিণামে পাথারি থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত প্রসারিত খালটি মজে যায়। এরকম অবস্থায় 1970 সালের জুলাই মাসে গঙ্গার প্রধান উপনদী অলকানন্দায় ভয়াবহ বন্যা হয়। খেতের ফসল, ঘরবাড়ি, সেতু প্রভৃতি ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়, জীবজন্তু, গৃহপালিত গবাদি পশু সমেত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের ব্যাপক জীবনহানি ঘটে। বন্যার জলে ধ্বংস অর্থনৈতিক আকার নেয়। উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পাথারির জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র অকেজো হয়ে যায়। বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে রাজ্য সরকারকে বিপুল ব্যয় সাধ্য কর্মসূচী গ্রহণ করতে হয়। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এক ধরণের জনজাগরণের সৃষ্টি হয়।

:ভূমিকা:-

চিত্র নং :- 1

এককথায় পরিবেশবাদ বলতে বোঝায় পরিবেশবাদ সেই সকল মতবাদ বা চিন্তাধারা যেগুলি গড়ে উঠেছে পরিবেশের অবস্থা ও পরিবেশের সমস্যাকে কেন্দ্র করে। মানুষের অস্তিত্ব পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। পরিবেশ যদি অনুকূল থাকে তবে মানুষ বাঁচবে আর যদি পরিবেশ প্রতিকূল হয় তাহলে হাজার হাজার মানুষ শেষ হয়ে যাবে। প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে বেঁচে থাকার মতবাদই হল পরিবেশবাদ। আরো সহজভাবে বললে পরিবেশকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখার জন্য পরিবেশকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার জন্য যারা সক্রিয় ভূমিকা নেয় তারাই পরিবেশবাদী।

পরিবেশ নিয়ে চিন্তা - ভাবনার শুরুতেই মনে রাখা দরকার যে পরিবেশ কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। চিরকাল এটি গতিশীল, এবং এটি ভারসাম্যের মধ্যে রয়েছে। পৃথিবীর

400 কোটি বছরের ইতিহাসে এই পরিবেশ পাল্টেছে অনেক বার। এই পরিবর্তন না থাকলে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ সম্ভব হত না। যে মহাজাগতিক অতি বেগুনী রশ্মি পৃথিবীর জৈব পদার্থে বিশেষ রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রথম প্রাণের উদ্ভব ঘটায় সেই অতি বেগুনী রশ্মি আজকে পরিবেশে একটি বিপদজনক দূষক। সেই আদিম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আজকের পৃথিবীর অক্সিজেন গ্যাস ছিল না। প্রাণের বিকাশে পরিবেশ পাল্টাতে শুরু করল সেই পরিবেশকে সুস্থ রাখতে পরিবেশ-বাদ একান্তই যে অপরিহার্য হয়ে উঠিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সবুজকে বাঁচানোর লড়াইয়ে এদেশের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায় চিপকো আন্দোলন। সবুজের জঙ্গলে কোট কংক্রিটের জঙ্গল গড়ার প্রতিবাদে 'সেচচার কয়েকজন মানুষের অক্লান্ত লড়াইয়ের নাম 'চিপকো আন্দোলন'।

সময়টা 1730 খ্রীস্টাব্দ। রাজস্থানের প্রত্যন্ত গ্রাম খেজরিলিতে সবুজের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে কোথাও মিশে গিয়েছিল মানবিকতার অস্তিত্বের লড়াই। গ্রামের 363 জন বিশ্নোই সম্প্রদায়ের সদস্য সেই লড়াইয়ে আত্মবলি দিতে বাধ্য হন। কারণ, তাঁদের লক্ষ্য একটাই ছিল, বাঁচাতে হবে গ্রামের খেজরি গাছগুলিকে। সেই গাছগুলিকে বাঁচাতে তাদের জড়িয়ে ধরেই শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে ছিলেন বিশ্নোইরা। আর সেখানে গাছকে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরা অবস্থাতে রাজার সৈন্যদের হাতে মৃত্যু হয় বিশ্নোইদের।

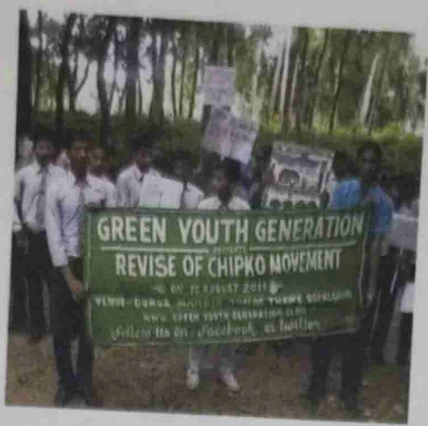

চিত্র নং: 2

খেজরিলি গ্রামে খেজরি গাছ কেটে সেখানে নতুন রাজপ্রাসাদ গড়ার পরিকল্পনা ছিল মেওয়ারের রাজা অভয়-সিং-এর। আর সেজন্যই চলছিল গাছ কাটার কাজ। যা রুখতে তৎপর হন গ্রামের মহিলা অমৃতা দেবী। ও অন্যান-এর মা অমৃতা দেবীর এই লড়াইয়ে সামিল হন গ্রামের সমস্ত বিশ্নোই সম্প্রদায়ের সদস্যরা।

1973 সালে উত্তরপ্রদেশ থেকে এই আন্দোলন নিজের কঠোর রূপ ধারণ করে। নেতৃত্বে ছিলেন প্রখ্যাত পরিবেশবিদ সুন্দরলাল বহুগুনা।

উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের করাত কল মালিকদের গাছ কাটার অনুমতি দেয় তৎকালীন উত্তরপ্রদেশ সরকার। যদিও বনের আদিবাসীদের, জীবন ধারণের জন্য বছরে 10টি গাছ কাটারও অনুমতি দেয়নি বনবিভাগ। অথচ বনভূমির সবচেয়ে বড় রক্ষক ও অংশীদার তারাই। আদিবাসীদের

ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে গাছ কাটার সুযোগ করে নেয় সরকার ও করাতকল সংস্থা।

করাতকলের সদস্যরা গাছ কাটতে এলে সেখানে রুখে দাঁড়ান গৌরা দেবী ও তাঁর সঙ্গী মহিলা মঙ্গল মন্ডল। গাছকে জড়িয়ে থেকে প্রতিবাদে সরব হন জঙ্গলের বাসিন্দারা। পরবর্তীকালে বহু লড়াইয়ের পর গৌরার দেবীরা সবুজে বাঁচাওয়ের আন্দোলন জিতে যান।

গাছের সঙ্গে মানবিক অস্তিত্বকে আটকে রাখার এই লড়াইয়ের নাম চিপকো। হিন্দিতে 'চিপকো' শব্দের অর্থ আটকে রাখারই বার্তা দেওয়া হয়েছে। আর এই গাছকে জড়িয়ে ধরেই মৃত্যু হয় রাজস্থানের বিশ্নোইদের।

গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়াও, দেখবে কত ছোটো। সুন্দরলাল বহুগুনার মৃত্যুর খবরটা জানার পর থেকেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই পংক্তিটি খালি ঘুরে ফিরে মনে আসছে। একটা আন্দোলন আর একটা মানুষের নাম সমার্থক হয়ে উঠেছিল। আজও তা অটুট আছে। তাঁর মৃত্যুর পরেও তা অটুট। সুন্দরলাল বহুগুনার নাম উঠলেই জিভের ডগায় এসে যায় চিপকো মুভমেন্ট। সারা বিশ্বে সবচেয়ে আলোড়িত ও পরিচিত ভারতীয় পরিবেশ আন্দোলন হিমালয়ের চিপকো আন্দোলনকে। আর একজন স্কুল - পড়ুয়াও জানে যে, চিপকো আন্দোলন শুরু হয়েছিল পাহাড়ে গাছ কাটা বন্ধের দাবিতে। গাছকে জড়িয়ে ধরে কুঠারাঘাত থেকে বাঁচাতে। কিন্তু আমরা যদি এই গাছ জড়িয়ে ধরার ইতিহাসকে নিবিড়ভাবে পাঠ করি তবে দেখব, এই আন্দোলনটি ঠিক গাছ কাটার বিরুদ্ধে নয়, গাছ কাটার, গাছকে, অরণ্যকে বাঁচিয়ে গাছ কাটার জন্যতে

অধিকার যাদের, তাদের অধিকারের সংগ্রাম। এই আন্দোলন আরেক অর্থে সাড়ু কাটারই আন্দোলন। স্ববিরোধী মনে হতে পারে, এই বক্তব্যটিকে। কিন্তু এটাই সার সত্য।

এই আন্দোলনের অন্যতম দাবি পাহাড়ের সম্পদ ব্যবহারে স্থানীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠা। মানে বনবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা। ঘটনা ছিল, গাড়োয়াল অঞ্চলের এই বনজসম্পদ লুট করত তখনকার উত্তরপ্রদেশের সমতলের কাঠমিস্ত্রিকারীরা। এরা ঠিকাদারের মোড়কে নানারকম ছলচাতুরি করে এই সাড়ু কাটার ঠিকা পেত ও আর দেশের আইনকে উপেক্ষা করে একের পর এক অরণ্য লুটে নিত।

চিপকো আন্দোলনের জন্ম এই লুটেরা - ঠিকাদারদের হাত থেকে অরণ্যভূমিকে রক্ষা করতে ও সাড়ু কাটার অধিকার স্থানীয় মানুষদের হাতে রাখতে। এই দিক থেকে চিপকো আন্দোলন নিছক পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন নয়, একটি অর্থ - সামাজিক আন্দোলন। একটি রাজনৈতিক আন্দোলনও বলা যায়। আমার এসব কথা অনেকের কাছে বিকৃত বা অতি সরল মনে হতে পারে। কিন্তু 1985 সালে, রাজীব গান্ধী দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ভারত সরকারের জাতীয় অরণ্য নীতিতে একটু চোখ বোলানো যাক। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'যদিও 1973'এর চিপকো আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল জঙ্গলের সম্পদ আহরণে ঠিকাদারি প্রথা বাতিল ও স্থানীয় অরণ্য নির্ভর শিল্পে কম দামে কাঁচামাল বন্টন, কিন্তু পরে এই আন্দোলনের লক্ষ্যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। সাময়িক স্বার্থভিত্তিক অর্থনীতি থেকে এটি উন্নীত হয়েছে একটি চিরস্থায়ী অর্থনীতির পরিবেশ আন্দোলনে',

সোজা কথায়, জনসাধারণের স্থানিক অধিকারের দাবির বিপ্রতীপে একটি স্রোত অর্থনৈতিক আন্দোলন পরিবেশ আন্দোলন রূপে পরিচিত হল। যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল আঞ্চলিক নেতা চন্ডীপ্রসাদ ভাটের নেতৃত্বে, পরবর্তী সময়ে সেই নেতৃত্ব চলে যায় উত্তরপ্রদেশের শ্রদ্ধেয় গান্ধীবাদী নেতা সুন্দরলাল বহুগুনার হাতে। আন্দোলনটির স্থানাঙ্কও বদল হয়, আর আঞ্চলিক থাকে না, জাতীয় পরিবেশ আন্দোলনের রূপ পেতে থাকে। যা ইউরোপে লালিত হচ্ছিল কিছু লেখকদের হাতে। আড়োয়ালের আন্দোলনও পৌঁছে যায় রাজধানী দিল্লির পরিবেশপ্রেমীদের আলোচনার টেবিলে। আমরা শুনতে পাই 'পরিবেশ বাঁচাও' ধ্বনি, যা পবিত্র ও সমষ্টিগত। আমরা শুনতে পাই, রাজনীতির পঙ্কিল পথ থেকে পৃথক এক স্বচ্ছ জগতের অধিবাসীদের পদধ্বনি। একইসঙ্গে জনপ্রিয় ও সফেন।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন, সুন্দরলাল বহুগুনা ও চিপকো আন্দোলন সমার্থক। কিন্তু জানলে অবাক হবেন, এই আন্দোলনের গোড়ায় তিনি ছিলেন না। ছিলেন তাঁর স্ত্রী বিমলা। একবার বিমলার নেতৃত্বে সাড়োয়া গ্রামের মেয়েরা গাছ জড়িয়ে ধরে চিপকো শুরু করেন। সুন্দরলাল বিশ্বস্ত স্বামী হিসেবে স্ত্রীর পাশে দাঁড়ান। পরিচিত গান্ধীবাদী জনমত সংগঠিত করতেও সক্ষম হন। নির্বিচারে বৃক্ষ ছেদন যে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করবে এই চেতনা থেকে হিমালয়ের বিপন্ন পরিবেশ নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করতে আড়াই বছর ধরে সাত হাজার কিলোমিটার পায়ে হেঁটে হাজার হাজার প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিলেন সুন্দরলাল বহুগুনা।

এমনকি, ভাগীরথী নদীর ওপর তৈরী হতে যাওয়া তেহরি বাঁধ নিয়েও প্রতিবাদে শামিল হন সুন্দরলাল। সত্যাগ্রহ ও অনশন করেন। সেই প্রতিবাদ ও আন্দোলন এবং হিমালয়ের পাহাড়ি গ্রামের বার্তা নিয়ে সুন্দরলাল পৌঁছে গিয়েছিলেন এমনকি, রাজধানী দিল্লিতে। দিল্লি দরবারে। খোদ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে। তাঁর আর্জি মেনে 1980 সালে পাহাড়ে গাছ কাটায় 15 বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেন ইন্দিরা গান্ধী। একইসঙ্গে বলতে হয়, 1983 সালে মূলত ইন্দিরা গান্ধীর একক প্রচেষ্টায় কেরালার নীরগিরি পাহাড়ের পরিবেশ সংরক্ষণের দাবিতে কুন্তী নদীর ওপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ হয়।

কথিত আছে, চিপকো আন্দোলনের প্রাণ ভ্রমরা নাকি বসত করে অন্য চিতে। চিপকো আন্দোলন শুরুর প্রায় আড়াইশো বছর আগে রাজস্থানের বিশনোই গ্রামের মেয়েরা নাকি এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। যার নেতৃত্বে ছিলেন অমৃতা দেবী। সেবার মারোয়াড়ের রাজার কুঠার খেজরি গাছের সঙ্গে 363 জন নারী - পুরুষের শিরশ্ছেদ করেছিল। সেই ইতিহাস লোককাহিনীর বহতা ধারায় পৌঁছে গিয়েছিল তেহরি গাড়োয়ালের প্রত্যন্ত গ্রামে। রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন মেয়েরা। ওই চিপকো আন্দোলন সম্প্রসারিত করেছিল পরিবেশ আন্দোলনকে ইংরেজিতে যাকে বলে বেঞ্চ মার্ক, পরিবেশ আন্দোলনের ক্ষেত্রে চিপকো আন্দোলন ওই। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, কর্পোরেট পুঁজি নিয়ন্ত্রিত এই উদারিকরণের আবহে এখনকার সরকার যেভাবে খনি - জল - জমি - জঙ্গল রক্ষার আন্দোলনকে দেশদ্রোহী বলে দেগে দিচ্ছে, মাওবাদী বলে দেগে দিচ্ছে তেমনটা 30-40 বছর আগে চললে সুন্দরলাল বহুগুনাকে কোভিড উনিশের জন্য অপেক্ষা করতে হত না, জেলেই মৃত্যু হত।

:: পরিবেশবাদ কি? ::

পরিবেশবাদের বিষয়টি সাম্প্রতিককালের। পরিবেশবাদ নতুন একটি মতাদর্শ হিসাবে পরিগণিত হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কিত বিপ্লব বা সবুজ বিপ্লবের উদ্ভবের সঙ্গে পরিবেশবাদের ধারণা সংযুক্ত। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পায়ন বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে পরিবেশবাদের মূল নিহিত আছে। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়ার পরিণামে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি পরিবেশবাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কতকগুলি ঘটনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর দূষণের বিরূপ প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই বিষয় বা ঘটনাগুলি হল পারমাণবিক প্রযুক্তি, অ্যাসিড বর্ষণ, ওজোন এর ক্ষয়ক্ষতি, পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধি প্রভৃতি। মানবজাতির অস্তিত্বের মান হ্রাস নিয়ে উদ্বেগ এবং চূড়ান্ত বিচারে মানবজাতির অস্তিত্বের সংকট নিয়ে আশঙ্কা পরিবেশবাদের আলোচনায় প্রতিফলিত হয়।

পরিবেশবাদের এই সমস্ত বিষয়াদি অনেক সময় প্রচলিত মতাদর্শসমূহের মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, পুঁজিবাদের মাত্রাতিরিক্ত মুনাফার জন্য উদ্যোগ আয়োজনের কারণে পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি বাস্তুসংস্থানমূলক সমাজতন্ত্রে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়। বাস্তুসংস্থানমূলক নারীবাদ আলোচনায় বাস্তুসংস্থান সমস্যার কারণ হিসাবে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দায়ী করা হয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয় যে, প্রকৃতি-বিশ্ব বা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার প্রতি পুরুষদের থেকে মহিলারাই অধিক অনুভূতিপ্রবণ। অধ্যাপক অ্যান্ড্রু হেউড

তাঁর Politics শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, "Ecoconservatism links the cause of conservation to the desire to preserve traditional values and established institutions".

অন্যান্য মতাদর্শসমূহের আলোচনা মূলত: মানব-কেন্দ্রিক। পরিবেশবাদ এরকম নৃতাত্ত্বিক প্রবীন আলোচনার সীমানাকে অতিক্রম করে গেছে এবং একটি র‍্যাডিক্যাল অবস্থান গ্রহন করেছে। পরিবেশবাদে প্রাকৃতিক বিশ্বকে কেবলমাত্র মানুষের প্রয়োজন পূরনের সুবিধাজনক উপায় বা উৎস হিসাবে দেখা হয় না। পরিবেশবাদের বাস্তুসংস্থান বা ইকোলজি-র গুরুত্বের বিষয়টিকে বড় করে দেখানো হয়। এই কারনে অনেকে পরিবেশবাদকে 'বাস্তুসংস্থানবাদ' হিসাবে পরিচিত করার পক্ষপাতী। বাস্তুসংস্থানবাদে বাস্তু-সংস্থানমূলক একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানবজাতিকে প্রকৃতিরই অংশমাত্র হিসাবে দেখা হয়। অধ্যাপক অ্যান্ড্রু হেউড মন্তব্য করেছেন, "'Deep' ecologists, or 'dark Greens', on the other hand, insist that nothing short of a fundamental reordering of political priorities, and a wellingness to place the interests of the ecosystem before those any individual species, will ultimately secure planetary and human survival".

চিত্র নং :- 3

:- সংক্ষেপে চিপকো আন্দোলন :-

1973 সালে April মাসে উত্তরপ্রদেশের গাড়ওয়াল জেলার মন্ডলগ্রামে গাছ কাটার বিরুদ্ধে একটি স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন গড়ে ওঠে। এটি চিপকো আন্দোলন নামে পরিচিত।

:- আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ :-

গান্ধীবাদী নেতা সুন্দরলাল বহুগুনা ও চন্ডীপ্রসাদ ভাট, সরলা বেন, গৌরী দেবী এবং মীরাবেন প্রমুখরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

চিত্র নং :- 4

ঃ চিপকো আন্দোলনের সার্বিক বর্ণনা নিম্নে উল্লেখিত হল ঃ

অধুনা চিপকো আন্দোলনের অর্থ পরিবেশ রক্ষা ও নিরাপদ করা। আগে কিন্তু এই আন্দোলনের অর্থ ছিল বৃক্ষ রক্ষা ও সৃজন। হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের অধিবাসীরা গাছকে রক্ষা করার আন্দোলন হিসাবে চিপকো আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। সরকারের বনবিভাগ গাছ কাটার জন্য ঠিকাদারদের নিযুক্ত করে। ঠিকাদারদের থেকে হিমালয়ের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বৃক্ষ সম্পদ রক্ষার কোন উপায় স্থানীয় মানুষের সামনে খোলা ছিল না। এরকম অবস্থায় অলকানন্দা নদীর অববাহিকা অঞ্চলের গ্রামবাসীরা দু'হাতে গাছকে জড়িয়ে ধরে ঠিকাদারের কুঠারের কোপ প্রতিহত করে এবং এইভাবে গাছকে রক্ষা করে। হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের অধিবাসীদের এই উদ্যোগ ও আন্দোলন 'চিপকো আন্দোলন হিসাবে পরিচিত। 'চিপকো' কথার অর্থ জড়িয়ে ধরা। 'চিপকনা' হল একটি হিন্দি শব্দ। এর অর্থ এঁটে থাকা বা লেগে থাকা। 'চিপক্ যাও' বা 'চিপকো' শব্দটির অর্থ নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করা।

হিমালয় হল ভারতের জলসম্পদ ও অরণ্যসম্পদের মূল উৎস। হিমালয়ের বনভূমি ব্যাপকভাবে ধ্বংস করা হয়েছে বিগত অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরে। বনাঞ্চলের ধ্বংসের পরিণামে এতদঞ্চলে খরা - বন্যা, ভূমিক্ষয় - ধস প্রভৃতি বিশেষভাবে বেড়ে গেছে। হিমালয় পাহাড়ের অনেক অঞ্চল ও উপত্যকা বর্তমানে বৃক্ষলতাশূন্য বন্ধ্যা। হিমালয়ের বিভিন্ন নদীর অববাহিকা ব্যাপী অসংখ্য গাছ কাটা হয়েছে। তার ফলে বর্ষায় ভূমিক্ষয় ও ধস বেড়েছে। ভূমিক্ষয়ের পরিণামে পাথরি থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত প্রসারিত খালটি মজে যায়। এরকম অবস্থায় 1970 সালের জুলাই মাসে গঙ্গার প্রধান উপনদী অলকানন্দায় ভয়াবহ বন্যা হয়। খেতের ফসল, ঘরবাড়ি, সেতু প্রভৃতি ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়, জীবজন্তু, গৃহপালিত গবাদি পশু সমেত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের ব্যাপক জীবনহানি ঘটে। বন্যার জলে ধ্বংস সর্বান্তিক আকার নেয়। উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পাথরির জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র অকেজো হয়ে যায়। বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে রাজ্য সরকারকে বিপুল ব্যয়সাধ্য কর্মসূচী গ্রহন করতে হয়। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এক ধরনের জনজাগরণের সৃষ্টি হয়।

সরলা বেনের উদ্যোগ আয়োজনের ভিত্তিতে 1961 সালে 'উত্তরাখণ্ড সর্বোদয় মণ্ডল' গঠিত হয়। এই সংগঠনটি সমাজ গঠনমূলক ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যের লড়াইও সংগঠিত করে। ধনী শিল্পপতি ও ঠিকাদারদের নিরবচ্ছিন্ন ও নির্বিচার অরণ্য লুন্ঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু হয়। এতদঞ্চলের আদিবাসী নারীপুরুষ সংঘবদ্ধভাবে

1968 সালের 30শে মে চিপকোর সংগ্রামের সামিল হন। অরণ্য লুন্ঠনের বিরুদ্ধে উত্তরকাশী ও গোপেশ্বরে 1972 সালের 12ই ও 15ই ডিসেম্বর প্রতিবাদী পদযাত্রা সংগঠিত হয়।

এতদঞ্চলের গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা বনাঞ্চল থেকে ফলমূল, ফুল, কাঠ প্রভৃতি সংগ্রহ ও ব্যবহার করত। এ ছিল তাদের বরাবরের বংশানুক্রমিক অধিকার। রাজ্য সরকারের বনবিভাগ তা হরণ করে। ঠিকাদারদের কাছে বনভূমি নিলামে বিক্রির ব্যবস্থা হয়। এর ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ জমতে থাকে। গোপেশ্বর গ্রামে গঠিত হয় 'দাসহোলি গ্রাম স্বরাজ্য মণ্ডল' (DGSM → Dasholi Gram Sarajya Mondal')। এই সংগঠনের সদস্যরা মূলত সমাজসেবামূলক ভূমিকা পালন করতেন উত্তরাখণ্ডে। এই সংস্থার সদস্য-কর্মীরা অনুধাবন করেন যে, মানুষ ও অরণ্যের মধ্যে এবং অরণ্য ও ভূমির মধ্যে সূক্ষ্ম সংযোগ সম্পর্ক বর্তমান। এ বিষয়ে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে জাগরণ ও সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারে উদ্যোগ আয়োজন শুরু করা হয়।

গ্রামবাসীদের প্রতিরোধ এড়ানোর জন্য বনবিভাগ ও ঠিকাদাররা গোপেশ্বর গ্রাম থেকে দূরবর্তী কেদারনাথের নিকটবর্তী মণ্ডল রামপুর বনাঞ্চলে গাছ কাটার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। কিন্তু গ্রামবাসীরা এ খবর পেয়ে যায়। 1973 সালের 24শে এপ্রিল তারিখে মণ্ডল রামপুর অরণ্যে গ্রামবাসীরা হাজির হয়। তারা গাছকে জড়িয়ে ধরে অরণ্যকে রক্ষা করে। আদিবাসী মায়েরা রাতের পর রাত জেগে পাহারা দিয়ে গাছ রক্ষা করে। এই সময় চিপকো আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশেষ গুরুত্ব

লাভ করে। এই আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা-নেত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — সরলা বেন, মীরা বেন, গৌরী দেবী, সুন্দরলাল বহুগুনা, তোমেশ্বর, চন্ডিকাপ্রসাদ ভাট প্রমুখ।

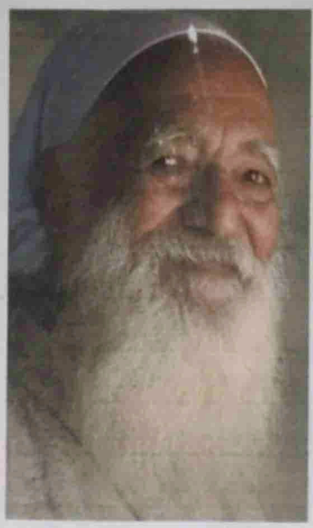

চিত্র নং :- 5
সুন্দরলাল বহুগুনা

এই আন্দোলন থেকে অন্য একটি দাবি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দাবি করা যায় যে, বনভূমির মূল প্রজাতি বৈচিত্র্য বজায় রাখতে হবে। তাছাড়া হালকা জ্বালানি ও পশুখাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে মহিলাদের অধিকার অব্যাহত থাকবে। বনাঞ্চলের প্রজাতির স্বাভাবিক সংরক্ষণ ও বিকাশের কথা বলে চিপকো আন্দোলনের নেতৃত্ব পরিবেশ সংরক্ষণে বাস্তুতন্ত্রের ওপর জোর দিয়েছেন।

1974 সালে ডঃ সুরেন্দা বনাঞ্চলের একটা বড় এলাকা বনবিভাগ অল্প টাকায় নিলামে ঠিকাদারদের কাছে বিক্রি করে দেয়। গ্রামবাসীদের বাধার আকাঙ্ক্ষা মাথায় রেখে ঠিকাদাররা এলাকার পুরুষ অধিবাসীদের

অনুপস্থিতিতে গাছ কাটার পরিকল্পনা করে। কিন্তু গৌরী গ্রাম মহিলা মঙ্গলের কর্মী-সদস্যরা ঠিকাদারদের এই উদ্যোগকে বানচাল করে দেয়। তারা গাছকে জড়িয়ে ধরে অরণ্য রক্ষা করে।

1977 সালে অরণ্য সংরক্ষণমূলক চিপকো আন্দোলনের আর একটি ঘটনা ঘটে। নরেন্দ্রনগর আদবানী বনাঞ্চলের নিলামে বিক্রি সম্পর্কিত সংবাদ প্রচার করা হয়। আদবানী অরণ্য রক্ষার জন্য আন্দোলনকারীরা উদ্যোগী হলেন। মহিলারা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের সামিল হলেন। বাচনী দেবী নামে এক ঠিকাদারের স্ত্রী নেতৃত্ব প্রদানে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহন করলেন। দিনরাতে পালা করে গাছ পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা হল। এই আন্দোলনে অনশনে বসেছিলেন ধূম সিং নেগি। যে ঠিকাদার নিলাম বিক্রিতে আদবানী অরণ্য ধরেছিল সে বসে থাকেনি। 1978 সালের 1লা ফেব্রুয়ারী সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ঠিকাদার আদবানী অরণ্য দখলের ব্যাপারে উদ্যোগ আয়োজন গ্রহন করে। স্থানীয় দরিদ্র মানুষদের প্রলুব্ধ করে প্রতিবাদী আন্দোলন থেকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কাজ হয়নি। মহিলারা প্রতিটি গাছকে তিনজনে মিলে জড়িয়ে রাখেন। সশস্ত্র পুলিশ সমেত ঠিকাদারকে পিছু হটতে হয়।

এরকম এক পরিস্থিতিতে উত্তরপ্রদেশ সরকার বিচলিত বোধ করে। প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও অভিজ্ঞ চিন্তাবিদরা বিষয়টি নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। বিষয়টি বিচার বিবেচনা করে সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ড. বীরেন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে উত্তরপ্রদেশ সরকার এই কমিটি গঠন করে। চিপকো আন্দোলনকারীদের সংশ্লিষ্ট কমিটির সামনে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়।

আন্দোলনকারীদের অভিমত যুক্তিযুক্ত বলে সমর্থিত হয়।

চিপকো আন্দোলন থেমে থাকেনি। যোশীমঠ ও অক্ষুরীবঁর বনাঞ্চলে গাছ কাটার ব্যাপারে ঠিকাদাররা উদ্যোগী হয়। আন্দোলনকারীরা এই উদ্যোগকেও প্রতিহত করে। 1980 সালে ডুংরি - পেইনতোলী অঞ্চলে এক গাছের অরণ্য কেটে ফেলে ফলের বাগান করার পরিকল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনাও আন্দোলনকারীরা প্রতিহত করে। রাজ্য সরকার এক গাছের পরিবর্তে পছিন গাছ পোঁতার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কর্ণপ্রয়াগের নিকটবর্তী সালাই নাডিটি গ্রামের মানুষ এই পরিকল্পনাকে প্রতিহত করে। 1989 সালে খাড়া পাহাড়ের বনে আগুন লাগে। টিংসাল, কাণ্ডুরে, বাচের প্রভৃতি গ্রামের মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে আগুন নেভানোর ব্যাপারে সক্রিয় ও সফল হয়।

এক সময় পরিবেশ সংবর্ধিত চিপকো আন্দোলনের উপর আক্রমণ বাড়তে থাকে। সুন্দরলাল বহুগুনা অনশন আন্দোলনের সামিল হন। অনশন এগারো দিন চলার সময় বহুগুনাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বহুগুনার গ্রেপ্তারের খবরে হাজারে হাজারে মানুষ সমবেত হয়। পরিস্থিতির চাপে পুলিশবাহিনী পিছু হটিতে বাধ্য হয়।

চিপকো আন্দোলন বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিপ্রেত সাফল্য অর্জন করেছে। উত্তরাঞ্চলের ভাগীরথী অববাহিকায় এবং টিহোরাগড় জেলায় সরকার রাসায়নিক দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের লাইসেন্স দিয়েছিল। আন্দোলনকারীদের চাপে সরকার তা বাতিল করতে বাধ্য হয়। অলকানন্দার অববাহিকা

অঞ্চলে পাথর তোলার কতকগুলি খাদ ছিল। গোপেশ্বরের 'দাসহোলি গ্রাম স্বরাজ্য মণ্ডল' (DGSM - Dasholi Gram Sarajya Mondal) -এর কর্মী সদস্যরা এবং চিপকো আন্দোলনকারীরা ঐই সমস্ত খাদগুলি বন্ধ করে সেখানে বৃক্ষরোপনের পরিকল্পনা কার্যকর করে। আর একটি ক্ষেত্রে আন্দোলনকারীদের সাফল্য উল্লেখ করা দরকার। বদ্রীনাথ মন্দিরের পাশের বিলোমিটির উপরে ব্যারেজ নির্মানের পরিকল্পনা করা হয়। বলা হয় যে ঐই ব্যারেজ থেকে কারো বিলোমিটির একটি সুড়ঙ্গ পথ তৈরী করে অলকানন্দায় জল আনা হবে। পথে একটি জলপ্রপাত তৈরী করা হবে। ঐই জল-প্রপাত থেকে বিদ্যুৎপ্রয়োগে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হবে। হিমালয় পাহাড়ের গঠন প্রকৃতি ও ভূকম্পনের আশঙ্কা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের বিপজ্জনক পরিকল্পনার পরিনাম ভয়াবহ হতে পারে। ঐই আশঙ্কা অমূলক নয়। দাস-হোলি স্বরাজ্য মণ্ডলের কর্মীদের বিরোধিতার মুখে পড়ে সরকার ঐই পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। চিপকো আন্দোলনকারীরা হিমালয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বড় বাঁধ তৈরী ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কর্মসূচীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে।

চিপকো আন্দোলনের গভীরতা ভারত সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষন করেছিল। কেন্দ্রীয় প্রশাসন ঘোষনা করেছিল যে, আগামী পনেরো বছর উত্তরপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হিমালয়ের অরণ্যভূমির কোন গাছ কাটা যাবে না। উত্তরপ্রদেশের ঐই চিপকো আন্দোলন দক্ষিন ভারতের 'আপ্পিকো' আন্দোলনকে অনুপ্রানিত করেছে। হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের আদিবাসী-দের ঐই আন্দোলন পৃথিবীর পরিবেশবিদদের মধ্যে সাড়া

জাগিয়েছে।

গোপেশ্বরের প্রায় দশ বছর পরে কর্নাটকে একই ধরনের সফল আন্দোলন করেন পান্ডুরাও হেগড়ের নেতৃত্বে সিরসী অঞ্চলের গ্রামবাসীরা সলকানী বনাঞ্চল বাঁচাতে। 1983 সালে সিরসীতে বৃক্ষ রক্ষার এই গাছ বন্ধন পদ্ধতির নাম হয় "অপিক্কো", যিনি চিপকোর কন্নাড়ি অনুবাদ হলো অপিক্কো।

উত্তরাখন্ড আন্দোলনের মতো চিপকো আন্দোলনে সরাসরি রাজনীতি এসে না পড়লেও চিপকো আন্দোলনেরও একটি রাজনৈতিক দিক আছে, তা হলো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তন। চিপকো গন আন্দোলনের রূপ নিতেই সরকার নড়ে চড়ে বসে। এর আগে স্থানীয় বাসিন্দাদের কোনো অভিযোগেই গুরুত্ব দেয়নি সরকার। অথচ আন্দোলনের চাপে রাতারাতি সরকারি সিদ্ধান্ত পাল্টে গোপেশ্বর সহ স্থানীয় বিশাল এলাকাকে সংরক্ষিত অরণ্য অঞ্চল ঘোষণা করা হলো। এইভাবে চিপকো রাজনীতিকে প্রভাবিত করল।

তবে চিপকো অঞ্চলের গাছ বা পরিবেশ বাঁচাতে সরকার এবং তার আমলাবৃন্দ যেভাবে অরণ্যগুলিকে সংরক্ষিত করল তাতে বিগুকালের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সংরক্ষনের জন্য যারা অরণ্যচারী তারাও অরণ্যে প্রবেশ অধিকার হারায়। তাছাড়া স্থানীয় যেসব মানুষ গাছকে তাদের প্রয়োজনেও ব্যবহার করত, তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তারাও দারুন অসুবিধার সম্মুখীন হয়। অপরদিকে রাস্তাঘাট, পানীয় জল,

জনস্বাস্থ্যে কোনো কিছুরই উন্নতি ঘটে না। ফলে নব্বই দশকে চিপকো আন্দোলনের ঠিক বিপরীতধর্মী আন্দোলন শুরু হয়, যার নাম "গাছ কাটো" আন্দোলন।

অর্থাৎ, পরিবেশ আন্দোলনকে শুধুমাত্র আমলাতান্ত্রিক ভাবে গ্রহন করার ফলে শুরু হয় তার বিপরীতধর্মী আন্দোলন। কারন এর সঙ্গে স্থানীয় গরিব মানুষের জীবন - জীবিকা ও রুটি - রুজির প্রশ্ন জড়িত।

পরবর্তীকালে আবার উপরোক্ত আন্দোলনে রাজনীতি প্রবেশ করে। কারন কিছু স্থানীয় নেতা সাধারন মানুষকে এটাই বোঝায় যে, আমাদের পরিবেশ ও উন্নয়ন উভয় বজায় রাখার একমাত্র সমাধান হচ্ছে এই পাহাড়ি এলাকার জন্য একটা পৃথক রাজ্য। এই দাবি থেকে শুরু হয় উত্তরখন্ড আঞ্চলিক আন্দোলন। উল্লেখযোগ্য যে এই আন্দোলনে এককালের চিপকো আন্দোলনের কিছু নেতাও যোগ দেন যার সমাপ্তি হয় উত্তরাঞ্চল রাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে।

এখানে একটি ঘটনা ঐতিহাসিকভাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তা হলো, 1952 সালে কুমায়ুন অঞ্চলের পার্লামেন্ট সদস্য বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট (CPI) নেতা পি.সি. যোশী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে একটি চিঠি লিখে উত্তরখন্ডের জন্য একটি পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি করেন। বিষয়টি তিনি পার্লামেন্টেও তোলেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নেহেরু যোশীর দাবি প্রত্যাখ্যান করেন।

চিপকো আন্দোলন সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী রামচন্দ্র গুহ (Ram chandra Guha) তাঁর The unquiet woods: Ecological change and Peasant Resistance in the Himalaya শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। শ্রী রামচন্দ্র গুহর অভিমত অনুযায়ী চিপকো আন্দোলন বাস্তুসংরক্ষণমূলক সামাজিক। শ্রী রামচন্দ্র গুহর আলোচনা থেকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাস্তুসংরক্ষণমূলক ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। প্রকৃতির ব্যবহার সম্পর্কে মানুষের ধারণা এবং তার পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবেশগত পরিবর্তনের সম্পর্ক প্রসঙ্গে শ্রী রামচন্দ্র গুহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। ঘনশ্যাম শা (Ghanshyam Shan) তাঁর Social Movements in India শীর্ষক গ্রন্থে শ্রী রামচন্দ্র গুহর আলোচনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "The Study is focussed on the structures of dominance and the idioms of social Protest. He (Guha) analyses ecological changes and Peasant resistance in the Himalayas in the wider comparative frame work.

চিপকো আন্দোলনে মুনাফা অর্জন এবং বেঁচে থাকার তাগিদের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজের প্রাধান্যকারী শ্রেণী মুনাফাকে সর্বাধিক করার জন্য বন সম্পদকে অতিমাত্রায় শোষণ করতে সক্রিয় হয়। এই অতি

শোষণের প্রক্রিয়াকে বিধিসম্মত প্রতিপন্ন করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত বনাঞ্চলের ধারণাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। বন্দনা শিবা মন্তব্য করেছেন:

"..... chipko movement became an ecology movement in 1977 when environmental action of the chipko was strengthened by public interest science captured in the slogan : "what do the forests bear? soil, water and pure Air".

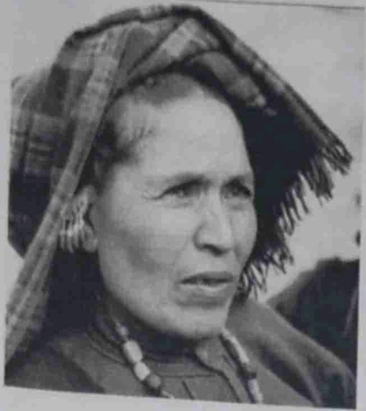

চিত্র নং :- 6

গৌরী দেবী

চিত্র নং :- 7

:নারীদের অবদান:

ভারতের মতো পিতৃতান্ত্রিক একটি সমাজ ব্যবস্থা যেখানে ঘরের বাইরে বাকি সব কাজই প্রচলিত পুরুষই করে থাকে, সেখানে এ আন্দোলন অভাবনীয় অবদান রাখে নারীদের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে। নারীরা যে কোনো অংশে কম নয় এবং প্রয়োজনে তারা সকল কাজই করতে পারে, এটি আবারও প্রমাণ করেছে চিপকো আন্দোলন। সর্বপ্রথম এ আন্দোলন শুরু হয় একজন নারী, অমৃতা দেবীর হাত ধরেই। শুধু তা-ই নয়, পরবর্তী সময়ে এই নারীরা তাদের স্থানীয় বন রক্ষার্থে সমবায় সংগঠন গড়ে তোলেন। পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও শুরু করেন তারা। সবুজকে বাঁচাতে গাছের সাথে নিজেকে আটকে রেখে যারা রক্ত ঝরিয়েছেন, তাদের মনে রাখবে সকল পরিবেশবিদ। তাদের এই আত্মত্যাগ সাহস ও প্রেরণা যোগাবে ভবিষ্যৎ আন্দোলনকারীদের। ভারতীয় অঞ্চল ও বিশ্ব জুড়ে পরিবেশ উন্নয়নের এই চিপকো আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা ভবিষ্যতের আন্দোলনের জন্য হয়ে থাকবে পাথেয় স্বরূপ।

ঃ চিপকো আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ঃ

চিপকো আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নিরক্ষর গ্রামবাসী বিশেষত মহিলারা এই আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং এটি একটি গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলন। শিক্ষার অভাব থাকলেও আদিবাসীরা অনুভব করেছিলেন যে বৃক্ষ হলো প্রাকৃতিক সম্পদ এবং যথেষ্ট বৃক্ষছেদনের প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। চিপকো আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল পাঁচটি F অর্থাৎ Food, Fodder, Fuel, Fibre, Fertilizer উৎপাদনকারী বৃক্ষ রোপন করা ও তাদের রক্ষা করা। এই আন্দোলনের সক্রিয়তা প্রথম 1974 খ্রিস্টাব্দে 26 শে মার্চ লক্ষ্য করা যায়, যেখানে উত্তরাখণ্ডে চামোলি জেলার হেমওয়াল ঘাটির রেনি নামক গ্রামে বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা গাছ কাটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। 1980 খ্রিস্টাব্দে এই আন্দোলনে বৃহৎ আকারের সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে, যা মানুষের মধ্যে বনভূমির প্রতি মূল্যবোধ গড়ে তোলে। এই চিপকো আন্দোলনের নেতা ছিলেন 'সুন্দরলাল বহুগুনা'। সুন্দরলাল বহুগুনা তেহেরি গাড়-ওয়ার অঞ্চলে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং মানুষকে অরণ্য নিধন কুফল সম্পর্কে সচেতন করেন। পান্ডুরাম হেগড়ে ওই অঞ্চলেই নবজীবন আশ্রম চিপকো আন্দোলনকে কেন্দ্রীভূত করেন। দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এই আন্দোলন প্রভূত সাড়া ফেলে। সাঁওতাল পরগণা, ছত্তিশগড়, থানে এমনকি সুদূর দক্ষিণ কর্ণাটকের সালকানি গ্রামেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে 1982 খ্রিস্টাব্দে চন্ডী-প্রসাদ ভট্ট Ramon Magsaysay Award এবং 1909

খ্রিস্টাব্দে সুন্দরলাল বহুগুনা Padma Vibhushan Award-এ পুরস্কৃত এবং সম্মানিত হয়।

এই আন্দোলনের শুধুমাত্র বন সংরক্ষণ আন্দোলন রূপে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এটি ভবিষ্যতের বিভিন্ন পরিবেশ বিদ্যার মধ্যে আদর্শের সঞ্চার করে। 1987 খ্রিস্টাব্দের এই আন্দোলনকে Right Livelihood Award দ্বারা সম্মানিত করা হয়। এই আন্দোলনের সূত্রপাতে মানুষের মধ্যে পরিবেশ জনিত জ্ঞানের অক্ষমতের হ্রাস প্রাপ্তি ঘটে।

এই চিপকো আন্দোলনের ফলে গাড়োয়াল হিমালয় পরিবেশ জনিত জ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র রূপে খ্যাত লাভ করে। গাড়োয়ালী ভাষায় এই চিপকো আন্দোলন গানটি ছিল—

"মাটু হামরু, পানি হামরু, হামার হি ছা
হিয়ি বাউ বি...... পিতরো না লাগাই বাউ,
হামুনাহি টি বাঁচাও ছে"।

চিত্র নং : ৪

যার অর্থ হল মাটি আমাদের, জল আমাদের, আমাদের হল সকল বন। আমাদের পূর্বপুরুষ যা উত্পাদিত করেছেন, আমরা তা যে কোনো উপায়ে রক্ষা করব।

ঃ চিপকো আন্দোলনের গুরুত্ব ঃ

পরিবেশ আন্দোলন রূপে চিপকো আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও এই আন্দোলন সীমিত পরিবেশে নিজেকে আবদ্ধ রাখেনি। এই আন্দোলন অচিরেই বহু বিখ্যাতি লাভ করেছিল। যে দিক দিয়ে এই আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম তা নিম্নে আলোচিত হল —

প্রথমত,

এই আন্দোলন পরিবেশকে টিকসই উন্নয়নের দিকে উন্নীত করার আন্দোলনে পরিনত হয়েছিল। এবং 'সবুজকে বাঁচাও নিজে বাঁচো', এই স্লোগান তার সোনাতে জ্বালাতে শুরু করে চিপকো আন্দোলনের হাত ধরেই।

দ্বিতীয়ত,

অরণ্য সম্পদের সার্বিক ব্যবহার নয়, অরণ্য সম্পদের স্থানীয় ব্যবহারকে গুরুত্ব দিতে শেখায় এই আন্দোলন এবং বিলাসিতার প্রয়োজনে বৃক্ষচ্ছেদন নয় এবং বৃক্ষের আরেক নাম জীবন এই সত্য প্রমাণিত করে এই চিপকো আন্দোলন — এখানেই এর তাৎপর্য।

তৃতীয়ত,

Mary wollstone craft-এর হাত ধরেই যে নারীবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের শোষণ বঞ্চনা এর হাতে নারীরা জর্জরিত ছিল এবং এই মতবাদ প্রচার করেছিল বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে গিয়ে নারী

তার স্বাধীনতার বিকাশ ঘটাবে এবং নারী প্রতিবাদী হবে। এই আন্দোলনে আমরা দেখি অরণ্য সংরক্ষণের দাবিতে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার যে প্রতিবাদী ভূমিকা তা অত্যন্ত প্রশংসারযোগ্য। এই প্রশংসা পাওয়ার অধিকারী নারীরা অর্থাৎ যে নারী রান্না করতে পারে সে চুলও বাঁধতে পারে এটাই দেখিয়ে দিয়েছিল এই চিপকো আন্দোলন — এখানেই এর গুরুত্ব।

চতুর্থত,

এই আন্দোলনের একটি বিশেষত্ব আমরা দেখতে পাই এই যে, নারীদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। অর্থাৎ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল নারীরা। যা ইতিপূর্বে আর কোনো পরিবেশ আন্দোলনে লক্ষ্য করা যায়নি। সেই দিক দিয়ে এর যে গুরুত্ব রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পঞ্চমত,

এটি কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না। এর কোনো প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল না তবুও গাড়োয়াল জেলার মন্ডল গ্রামের সহজ সরল মা বোনেরা তাদের সন্তানসম বৃক্ষকে রক্ষার জন্য মাতৃস্নেহে যে বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরেছিল নিজের প্রানকে উৎসর্গ করতেও তারা পিছু পা হয়নি স্নেহময়ি মায়ের যে অপরূপ রূপ তা দেখতে পাই আমরা চিপকো আন্দোলনে — এখানেই তো এর গুরুত্ব।

ষষ্ঠত,

নারীরা বৃক্ষকে রক্ষার জন্য আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে যেমন এগিয়ে এসেছিল এবং তাদের স্বার্থত্যাগ, তাদের ভূমিকাকে মর্যাদা দিতে পুরুষেরাও এই আন্দোলনে সামিল হয়ে একে পরিপূর্ণ আন্দোলনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যে ভূমিকা দেখিয়েছিল পরিবেশ আন্দোলনের পাতায় তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে — এটা কি কম গুরুত্বের ?

সপ্তমত,

ভারতের ইতিহাসে শান্তিপূর্ণ যে সমস্ত আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তার মধ্যে চিপকো আন্দোলন নিজের স্থান অক্ষয় করে নিয়েছে। আন্দোলন বলতে যে ছবি আমাদের সামনে ভেসে ওঠে তা হল রক্তাক্ত। কিন্তু এই আন্দোলনে আমরা দেখতে পায় সত্যাগ্রহ এর আদর্শকে, আমরণ অনশন এর আদর্শকে, পূজো - অর্চনাকে সর্বোপরি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে অটুট রাখার জন্য রাখি বন্ধনের মতোও পবিত্র অনুষ্ঠান করতেও আন্দোলনকারীরা পিছু পা হয়নি — এখানেই তো এর গুরুত্ব এবং যেটা অনস্বীকার্য।

ঃ প্রাসঙ্গিকতা ঃ

চিপকো আন্দোলনের যে প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না, কেননা, পরিবেশকে রক্ষার জন্য তারা যে আন্দোলন শুরু করেছিল তা গণ আন্দোলনের আকার নিয়েছিল এবং 'সবুজ ফেরাও' – এই যে শ্লোগান তা প্রতিষ্ঠা করেছিল এই আন্দোলন এবং যখন বর্তমানে সারা বিশ্বে মানসিকতার পরিবর্তন হয়ে, যখন মানুষ নিজের বিলাসিতাকে বজায় রাখতে গিয়ে পরিবেশ নিধনযজ্ঞে মেতে উঠেছে তখন চিপকো আন্দোলনের মতো পরিবেশ আন্দোলনের যে বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ফলাফল

উত্তরাঞ্চলের এই প্রতিবাদের খবর রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছালে তৎকালীন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমবতি নন্দন বহুগুনা একটি কমিটি গঠন করেন, যা শেষপর্যন্ত গ্রামবাসীর পক্ষে রায় দেয়। এরপর ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় আসলে তিনি 15 বছর হিমালয় অঞ্চলে গাছ কাটার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। হিমালয় প্রদেশ, কর্নাটক, রাজস্থান, পশ্চিমঘাটেও পরে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। পরবর্তী পাঁচ বছরে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় এবং এক দশকের মধ্যে হিমালয় জুড়ে সবুজের জন্য এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

ঃ উপসংহার ঃ

বিশ্ব উষ্ণতা নিয়ে আজকে যখন পরিবেশবাদী আন্দোলনগুলি সংগঠিত হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়েই এবং এই সংগঠিত আন্দোলনের শুভ সূচনা ঘটেছিল সত্তোরের দশকে চিপকো আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। আজ যখন আমরা বলছি বৃক্ষের আরেক নাম জীবন এবং আজ যখন Covid - 19 - এর উদ্দাম নৃত্যে সারা বিশ্ব থরথর এবং দিকে দিকে অক্সিজেন সিলিন্ডার - এর হাহাকার এবং কত Covid - 19 - এ আক্রান্ত মানুষকে সামান্য অক্সিজেনের অভাবে এই ভুবন থেকে বিদায় নিতে হল। আবার যখন আমরা দেখি অক্সিজেন বন্টনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বৈষম্য, "সবুজকে ফিরিয়ে আনো" – এই শ্লোগান এবং সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি পৌরসভা ঘোষণা করেছে Covid - 19 - এর ভ্যাকসিন নিলে বৃক্ষ উপহার দেওয়া হবে, তখন বারে বারে মনে পড়ে সেই স্বনামধন্য প্রবাদ প্রতীম পুরুষ সুন্দরলাল বহুগুনা - এর চিপকো আন্দোলনের আদর্শকে। যদি আমরা এবং আমাদের সরকার তার উদ্দেশ্যকে কিছুটা হলেও বাস্তবায়িত করতে পারে। তাহলে সেই আত্মত্যাগী অসীম সাহসি চিপকো আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো হবে।

চিপকো আন্দোলন সংক্রান্ত পরামর্শ বা SUGGESTION

পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে চিপকো আন্দোলনের গুরুত্ব ও সেই সঙ্গে ভূমিকা এক অন্য মাত্রিকতায় আত্মপ্রকাশিত হয়েছে, যা পূর্বের বিস্তারিত আলোচনাতেই দেখেছি। আমরা এই আন্দোলন থেকে যে শিক্ষা পাই তা সমাজ ব্যবস্থার পরবর্তী ক্ষেত্রে মেনে চলার বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ নিম্নে বর্ণিত হল —

জনসচেতনতা → গাছের গুরুত্ব সম্পর্কে সব মানুষকে সচেতন করতে হবে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন প্রভৃতি-র মাধ্যমে চিপকো আন্দোলনের উদ্দেশ্যগুলি মানুষকে বোঝানো যেতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক বৃক্ষরোপন কর্মসূচী → স্কুল, কলেজ, আরও বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক জায়গাগুলিতে চিপকো আন্দোলনের দিনটিতে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে।

সরকারের ভূমিকা → অনিয়ন্ত্রিত বৃক্ষচ্ছেদন রোধ করার জন্য সরকার কর্তৃক অভিযান প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারি আধিকারিকদের সচেতনতা বিশেষ প্রয়োজন।

<u>সরকারি প্রকল্প গ্রহণ</u> → চিপকো আন্দোলনকে স্মরণে রেখে সরকার কর্তৃক বৃক্ষরোপন সংক্রান্ত বিশেষ প্রকল্প রূপায়নে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

<u>চিপকো আন্দোলনকে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তি</u> → আগামী প্রজন্মকে চিপকো আন্দোলনের বিষয়ে অনুপ্রানীত করার জন্য এই বিষয়টিকে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

METHODOLOGY

আমার দ্বারা লিখিত এই তথ্য পরিপূর্ণ প্রকল্পটি একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করে বিভিন্ন ঘটনাকে একত্রিত করার মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করে রচিত হওয়ায় ইহাকে secondary data চিহ্নিত করাই সমীচীন। এই প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি আমি বিভিন্ন ওয়েব-সাইট, বই থেকে সংগ্রহ করেছি যা গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখ আছে।

ঃ গ্রন্থপঞ্জী (BIBLIOGRAPHY) ঃ

চিপকো আন্দোলন সম্পর্কিত তথ্যাবলী নিম্নে বর্ণিত পুস্তক ও ওয়েবসাইটগুলি থেকে প্রাপ্ত হয়েছে—

1) "Hugging the Trees : The Story of the Chipko Movement" — Thomas weber.

2) "The unquiet woods" — Ramchandra Guha.

3) ভারতীয় রাজনীতি — অপূর্বমোহন মুখোপাধ্যায় ও দেবাশিস নন্দী।

4) ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি — অনাদিকুমার মহাপাত্র।

5) www. britannica . com.

6) www. rightlivelihoodaward . org.

7) en . m . wikipedia . org.

8) edugreen . teri . res . in.

:CERTIFICATE:

This is certified that Project work Sub-mitted by Soumi Chatterjee is done under the Super vision of Subodh Prasad Rajak as a part of the curriculum for the Project fullfillment of the requirment of the 6th Semester Honours Final Exam-ination.

Date:- 26/7/21

PDF Created Using

Camera Scanner

Easily Scan documents & Generate PDF

GET IT ON Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=photo.pdf.maker